মুসলিম, ধার্মিক মুসলিম, এবং কিছু কথা

কে মুসলিম? মুনির কমিশন রিপোর্ট অনুযায়ী উত্তর হইলো, কেহ না! অর্থাৎ, সুন্নিদের মতামত অনুযায়ী শিয়া এবং আহমেদিয়া সহ সকল সেক্ট নন্-মুসলিম, আবার শিয়াদের মতে সুন্নিরা নন্-মুসলিম। এই সিম্পল লজিক অনুযায়ী পৃথিবীতে দু/একটি মুসলিম ও খুঁজে পাওয়া দুস্কর! এর জন্য মুসলিম বলে দাবিদারদের অবশ্য অবশ্যই লজ্জিত হওয়া উচিৎ। মুসলিমদের সেই ইগো/লজ্জা আছে কি? থাকলে হয়তো বিগত ১৪০০ বছরে এর একটা সুরাহা হইতো। তা যখন হয় নাই (হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে বলেও মনে হয় না) তারপরও এতগুলো মানুষ নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করছে কি করে? উত্তর খুব সহজ এবং সবারই তা জানা। কেহ হারতে চায় না, কেহ সহজে নিজের ভুল স্বীকার করতে চায় না। আর দশটা প্রতিযোগীতার মতো এ যেন আরেক প্রতিযোগীতা।

সম্ভবতঃ ৯৯.৯% মুসলিম (অনুমান) কবে, কি ভাবে, কোথা থেকে মুসলিম হয়েছে তারা তা জানে না। আলো-বাতাসের মতোই মুসলিম শব্দটাও তাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে এমনি এমনি জড়িয়ে গেছে। বড়ো হয়ে জানতে পেরেছে যে তারা মুসলিম। মুসলিম হতে হলে নাকি কিছু মানুষকে সাক্ষি রেখে সাহাদা পড়তে হয়। আমার মনে হয় না এই ৯৯.৯% মুসলিম সেটা করেছে। আর বাকী ০.১% যারা ধর্মান্তরীত হয়ে মুসলিম হয়েছে তারা জানে কবে কিভাবে মুসলিম হয়েছে। আমার মতে তারাই প্রকৃত মুসলিম। এই যখন অবস্থা, এ পর্যায়ে এসে আমরা মনে হয় ন্যারো টানেল থেকে বের হয়ে এসে 'মুসলিম' শব্দটাকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেলতে পারি। 'ধার্মিক মুসলিম' ... অর্থাৎ যারা জেনে শুনে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে এবং সে অনুযায়ী ফলো করে এবং 'X মুসলিম' ... অর্থাৎ যারা কিনা আলো-বাতাসের মতোই জন্মসূত্রে এই উপাধীটা পেয়েছে, যাদের নিজেদের কিছুই করার ছিল না, কিন্তু ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করে না। 'X মুসলিম' দের মধ্যে আবার 'এ্যাগনস্টিক মুসলিম', 'মানবতাবাদী মুসলিম', 'ফ্রি-থিংকার মুসলিম', 'নাস্তিক মুসলিম', ইত্তাদি হতে পারে।

অর্থাৎ, সাধারণভাবে 'মুসলিম' শব্দটা কারো বাপ-দাদার পৈত্রিক সম্পত্তি হতে পারে না, এটা একজনের নিতান্তই জন্মগত উপাধী/অধিকার। এ জন্মগত অধিকারের উপর কারো হস্তক্ষেপ কোনভাবেই কাম্য নয়। **তাছারা, 'মুসলিম লিস্ট', 'হিন্দু লিস্ট', 'খৃষ্টান লিস্ট', বলে পৃথিবীতে কোন 'লিস্ট' তৈরী হয়নি।** ফলে একটি ধর্ম থেকে 'বেরিয়ে যাওয়া' (লিস্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়া?) বা একটি ধর্মে 'ঢুকিয়ে পরা' আমার কাছে মোটেও লজিক্যাল মনে হয় না। একজন একটি ঘরে কখনও ঢুকল-ই-না বা কোন লিস্টে কখনও নাম লিখালো না অথচ তার ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া বা লিস্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করা কি হাস্যকর শুনায় না? যে কোন ঘরে জন্মগ্রহন করে কেহ যদি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করে তাকে 'ধার্মিক মুসলিম' বলা যেতে পারে, আর মুসলিমের ঘরে জন্মগ্রহন করে কেহ যদি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস না করে সেক্ষত্রে তাকে 'নন্-মুসলিম' বলাটা যুক্তিসঙ্গত নয়। অর্থাৎ, 'মুসলিম' টার্মটাকে অত্যন্ত ন্যারো গন্ডির মধ্যে ফেলে শুধুই ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে সংগায়ীত করা কোনভাবেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

ফলে যারা 'লিস্ট' থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তাদের আমি ভেবে দেখার অনুরোধ করবো আপনারা কেন জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ন্যায্য অধিকার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। আপনাদের জন্মগত একটি অধিকার থেকে বেরিয়া যেয়ে কিছু ধর্ম ব্যবসায়ী হায়েনাদের পথ কিছুটা হলেও সুগম করছেন কি না ভেবে দেখবেন। আপনারা কার জন্য নিজেদের সেপারেট করে ফেলছেন? নিজের ঘরের আবর্জনা, যদি থেকে থাকে, ঘরে থেকে পরিস্কার করাটাই কি যুক্তিসঙ্গত নয়। আপনার ঘর থেকে বেরিয়ে যেয়ে আশা করছেন অন্য কেহ আপনার ঘর পরিস্কার করে দেবে?! এই একুশ শতকে এসে কে কি বিশ্বাস করবে না করবে সেটা একদমই ইম্ম্যাটেরিয়াল। এর জন্য কোন রকম জোর-জবরদস্তি সম্পুর্ন ভাবে ঘৃণীত এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে প্রত্যেকটি দেশে আইন পাশ করা উচিৎ। যেটা বলছিলাম, নিজের বিশ্বাস নিজের ভেতর রেখেও সমাজের ভালোর জন্য আবর্জনা পরিস্কারের কাজে হাত দেওয়া যায়, যদি তেমন সৎ ইচ্ছা থাকে।

আমার সাথে কেহ একমত হবেন কি না জানিনা। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি বেগম রোকেয়া তসলিমা নাসরিনের অনেক আগে একটি অত্যন্ত ব্যাকওয়ার্ড সমাজে এসেও তসলিমা নাসরিনের চেয়ে অনেক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। বেগম রোকেয়া বৃহত্তর স্বার্থের কথা মাথায় রেখে ছোট-খাটো

ব্যাপারে কম্প্রোমাইজ করেছেন। যদিও ওনার দু/চারটি উধৃতি থেকে অনুমান করা যায় যে ওনি সম্ভবতঃ 'ধার্মিক মুসলিম' ছিলেন না তথাপি ওনি নিজেকে সেভাবে এক্সপোজ করেন নি। কারণ ওনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন এর পরিনতি কি হতে পারে। ফলে বৃহত্তর স্বার্থেই ওনি ব্যাপারটাকে তুচ্ছ মনে করে হয়তো চাপিয়ে গেছেন। তসলিমা নাসরিন যদি প্রথম থেকেই নিজেকে এতটা এক্সপোজ না করে কৌশলে ধীরে চলো নীতি অনুসরন করতেন তাহলে আমার বিশ্বাস বাংলাদেশের মহিলাদের জন্য কিছু একটা করতে পারতেন।

যারা শুধুই ইংরেজীতে লিখালিখি করেন তাদের বলছি। আপনাদের প্রায় সবগুলো লেখাই দেখি ইংরেজীতে। হয়তো ইংরেজীতেই বেশী স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। তবে আপনাদের লেখা পড়ে কিন্তু 'কিছু ইন্ডিয়ান' খুব মজা পায় (বিপ্লব বাবু অন্যভাবে নেবেন না, প্লিজ)। এমনিতেই মুসলিমরা ব্যাকওয়ার্ড এবং শিক্ষিতের হার সম্ভবতঃ সবচেয়ে কম। আর বাংলাদেশী মুসলিমদের অবস্থা তো আরো করুন! এ অবস্থায় আপনাদের ইনফরমেটিভ এবং স্কলারলি লেখা বাংলাদেশী সাধারণ মুসলিমদের উপর বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের উপর কতোটা প্রভাব ফেলছে ভেবে দেখবেন। আর যারা ইন্টারনেটের লেখা পড়ে তারা কিন্তু ইতোমধ্যে 'মডারেট' তকমা গায়ে সেঁটে বসে আছে। দু/চারজন ছাড়া এই মডারেট তকমাওয়ালারা ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুধ্যে যেমন কোন উচ্চ বাচ্য করবেনা তেমনি আবার সাধারণ মানুষদেরও মডারেট হওয়ার জন্য উৎসাহিত করবে না। তারা অনেকটাই টুপ-টাপ (চুপ-চাপ) টাইপের! বাংলা পত্র-পত্রিকা বা ম্যাগাজিনে আপনাদের লেখাগুলো পাঠানো যায় কি না ভেবে দেখবেন। ভোরের কাগজ তো মোটামুটি যে কোন ধরনের লেখাই ছাপে। তবে কিছুটা এডিট করতে হতে পারে!

বলা হয়ে থাকে যে, খৃষ্টান এবং হিন্দু ধর্ম সংস্কার করা হয়েছে। ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যন্ত ভেগ রয়ে গেছে, হয়তো আমারই অজ্ঞতা হবে। এ ব্যাপারে আমার কিছু প্রশ্ন আছে। সম্ভব হলে কেহ উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন। দুটি প্রশ্ন এরকমঃ

> ১। সংস্কার বলতে কি ভায়োলেন্স/হেইটফুল ভার্সগুলো ধর্মগ্রন্থ থেকে মুছে ফেলা হয়েছে? যদি তাই হয় সেক্ষত্রে কেহ কি ২/৪ টা ভার্সের উদাহরন দিতে পারবেন যেগুলি অরিজিনাল গ্রন্থে ছিলো কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে আর নেই?
>
> ২। অথবা, সংস্কার বলতে 'Kill' এর জায়গাতে 'Kiss', 'Hate' এর জায়গাতে 'Love', এভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে কি? সেক্ষেত্রে ও কি কেহ ২/৪ টা ভার্স হাজির করতে পারবেন যেগুলো অরিজিনাল ধর্মগ্রন্থ থেকে সত্যি সত্যি আলাদা?

আমার কমনসেন্স কিন্তু বলে উপরের দুটোর কোনটিই হয়নি (আমার ধারণা ভুল হতে পারে)। এরকম যদি কিছু হয়েই থাকতো তাহলে Witch burning এর মতো অত্যন্ত জঘন্য/অমানবিক একটি ভার্স এখনও বহাল তবিয়তে বাইবেলে কিভাবে রয়ে যায়?? একটি মাত্র ভার্স মুছে দিলে তো এই ভার্সটাই আগে মুছে দেওয়ার কথা যার উপর ভিত্তি করে কয়েক মিলিয়ন ডাইনীকে (?) হত্যা করে হয়েছে? নাকি এর চেয়েও অনেক বেশী অমানবিক ভার্স ছিলো যেগুলোর তুলনায় এই ভার্স অনেক 'মানবিক'?!

Exodus 22:18-20: "Thou shalt not suffer a witch to live. **Whoever lieth with a beast shall surely be put to death.** He that sacrificeth unto any god, save to the LORD only, he shall be utterly destroyed."

এই ভার্সটাও তো সংস্কার হওয়ার কথাঃ

Matthew 10:34-37 RSV: "Do not think that I have come to send peace on earth: **I have not come to send peace, but a sword**. **For I have come to set a man at against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law'**.

সংস্কার যখন করাই হয়েছে তখন কি সংস্কার করা হয়েছে সেটা আমার মোটেও বোধগম্য নয়!

ব্যাপারটা নিয়ে কিছুটা এ্যানালাইসিস করা যেতে পারে। যে ভার্সের উপর ভিত্তি করে অতীতে কয়েক মিলিয়ন ডাইনীকে হত্যা করা হয়েছে সেই একই ভার্স এখনও বাইবেলে থাকা সত্ত্বেও বিগত কয়েকশ (?) বছরে আর একটি মাত্র ডাইনীকেও হত্যার কথা শোনা যায়নি। কেন? একই ভার্স তো বাইবেলে রয়ে গেছে? আমি বাইবেল কখনও পড়িনি। এই ভার্স দুটো সংগ্রহ করেছি অভিজিৎ রায়ের কোন এক লেখা থেকে। জানিনা এরকম আরো ভার্স আছে কি না। যাইহোক, যেটা বলতে চাইছিলাম, এ ক্রেডিট তাহলে কার? অবশ্যই খৃষ্টানদের মন-মানসিকতার পরিবর্তনকে এ ক্রেডিট দিতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মানুষের চিন্তা-ভাবনা এবং মন-মানসিকতাই বড় জিনিস যেটা একটি গ্রন্থের কিছু স্লকের উপর নির্ভরশীল নয়। খৃষ্টানরা এখনও রয়ে গেছে, চার্চ এর জায়গাতে চার্চ আছে, বিশপ-পোপ সবই রয়ে গেছে, মাঝখানে থেকে তাদের মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। শুধু কি তাই, এই খৃষ্টান চার্চ একসময় কিছু বিজ্ঞানী/ফ্রি-থিংকারদের উপর যে অত্যাচার/নির্যাতন/হত্যাকান্ড চালিয়েছে সে কথা কি ভুলার মতো! অথচ, সেই সবের নাম গন্ধও আর নেই। হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রেও কিছুটা সত্য, বিশেষ করে 'সতি দাহ' প্রথার মতো একটি চরম অমানবিক প্রথার প্রায় অবলুপ্তি। এটাকেই সম্ভবতঃ সংস্কার বলা হয়ে থাকে, মানসিক চিন্তা-ভাবনার সংস্কার।

ঠিক একইভাবে কোরান-হাদিসে ভায়োলেন্স/হেইটফুল ভার্স থাকা সত্ত্বেও অনেক মুসলিমই কিন্তু মনে করে এগুলি আর এ্যাপ্লিকেবল নয়। অনুরূপভাবে, 'বউ পেটানোর' কথা কোরানে লিখা থাকলেও সবাই কিন্তু সেই রকম পর্যায়েও বউ পেটাচ্ছেনা এবং তারা মনেও করে না যে এই ভার্সটা এ্যাপ্লাই করার কোন দরকার আছে। যদিও কিছু মানুষ এ নিয়ে কানা-মাছি খেলছে। কেহ কেহ বলছে 'বউ পেটানোর' কথা কোরানে লিখা নেই, কেহ কেহ বলছে 'মৃদু' পেটানোর কথা বলা আছে, কেহ কেহ আবার বলছে 'টুথব্রাশ/দাঁতন' দিয়ে পেটানোর কথা বলা আছে! ..... ভানুমতির খেল আর কারে কয়! তবে মুসলিমদের আরো অ-নে-ক পথ পাড়ি দিতে হবে। কে জানে কতো বছর। ৫০০ বছর? নাকি আরো বেশী!

কোন গ্রন্থ একটি জাতিকে রিপ্রেজেন্ট করে বলে আমি মনে করি না। বরং সেই জাতির ওভারঅল আচার-আচরন এবং দৃষ্টিভঙ্গিই সেই জাতিকে রিপ্রেজেন্ট করে। যেমন, আমরা ইতোমধ্যেই দেখলাম বাইবেলে Witch দের উপর অত্যন্ত অমানবিক একটি ভার্স থাকা সত্ত্বেও কোন খৃষ্টানই এর ব্যবহারের কথা আর বলে না। ফলে এরকম ভার্স বাইবেলে থাকা বা না থাকা নিয়ে কেহ মাথা ঘামানোর প্রয়োজন ও মনে করবে না। বলা হয় যে ইসলাম শান্তির ধর্ম, এখানে কোন জোর-জবরদস্তির স্থান নেই (অশান্তির ধর্ম বলে আবার কোন ধর্ম আছে নাকি? না থাকলে, 'ইসলাম শান্তির ধর্ম' ... কথাটা কি মিনিংলেস শুনায় না?)। তর্কের খ্যাতিরে ধরেই নেওয়া যাক যে কথাটা সত্য ... ইসলাম ধর্ম সত্যি সত্যিই 'শান্তির ধর্ম' এবং এখানে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। কিন্তু মুসলিমদের ব্যবহারিক জীবনে সেটা কি প্রকাশ পাচ্ছে? কিছু পয়েন্ট আউট করা যাক দেখিঃ

১। আযানঃ এই গ্লোবালাইজেশনের যুগে প্রত্যেকটা দেশে প্রত্যেকটা সমাজেই মুসলিম এবং নন-মুসলিম নির্বিশেষে বসবাস করছে। নন-মুসলিমদের তো প্রশ্নই ওঠে না বরং মুসলিমদের মধ্যেই অনেকে নামাজ পড়ে না। কেহ দিনে দু/এক ওয়াক্ত আবার কেহ বা শুধু শুক্রবারে নামাজে যায়। তাছারা, শিশু, অসুস্থ মানুষ, বৃদ্ধ মানুষ তো রয়েছেই। এ অবস্থায়, প্রতিদিন ভোর রাতে কান ফাটা মাইকের শব্দে সব্বাইকে ঘুম থেকে জেগে তোলা কি জোর-জবরদস্তির মধ্যে পড়ে না? বাকি চার ওয়াক্ত আযানের কথা না হয় বাদই দিলাম। যে নামাজ পড়েনা তাকে কেন ভোর রাতে ঘুম থেকে জোর করে জেগে তোলা হবে? অনেকেই রাতে কাজ করে গভীর রাতে ঘুমাইতে যায়। তাদের কমপক্ষে ৬-৮ ঘন্টা ঘুমের প্রয়োজন। ভোর রাত তাদের জন্য ঘুমের মাঝখানের সময়। এ সময় বিকট শব্দে তাদের ঘুম থেকে জেগে তোলা কি কোন সুস্থ্যতার মধ্যে পড়ে? চার্চেও ঘন্টা বাজানো হয় বা মন্দিরেও উলুধনি দেওয়া হয়। কিন্তু তাদের সেই ঘন্টা/উলুধনি মানুষের লাইফস্টাইলকে ব্যাহত করে বলে মনে হয় না।

২। রোযাঃ মুসলিম মেজরিটি অনেক দেশেই রোযার সময় হোটেল-রেস্তোরা বন্ধ রাখা হয়। এ সময় বে-রোযাদাররা এবং ভিজিটররা খাবে কোথায়? এ কি এক ধরনের জোর-জবরদস্তি নয়?

৩। আহমেদিয়া সম্প্রদায়ঃ এই যে তাদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন চলছে, তাদের মসজিদের নাম পরিবর্তন করে উপাসনালয় বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে; এটা জোর-জবরদস্তির মধ্যে না পড়লে কিসের

মধ্যে পড়বে?? 'খতমে নবুওয়াত' নামের এক হায়েনার দল এ কাজ করছে। কৈ, বাকি সব ইসলামিক দলকে এ নিয়ে তো কিছুই বলতে শুনি না। নাকি তারাও মনে মনে খুশীতে বগল বাজাচ্ছে!

৪। মুরতাদঃ ধর্ম ত্যাগীদের মুরতাদ আখ্যায়িত করে হত্যার ফতুয়া, যা নিয়ে কোন আলেম-সমাজ/ইসলামিক দল কখনও কিছু বলে না।

৫। সোদি আরবে নাকি কোরান ছাড়া অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ সাথে বহনও করা যায় না (শোনা কথা অবশ্য)। এ কি চরম অসুস্থতা নয়?

এরকম আরো অনেক আছে। সময় অভাবে সব কিছু লিখা সম্ভব নয়।

কোন এক যুদ্ধে নাকি প্রফেট মুহাম্মদের (দঃ) দাঁত ভেঙ্গেছিল (বলতে নাকি হয় দন্ত মোবারক শহীদ হয়েছিল। দাঁত আবার শহীদ হয় নাকি!)। যে কোন যুদ্ধে বিবদমান দুটি পক্ষ একে অপরকে হত্যার জন্য প্রস্তুত থাকে। এরকম একটি যুদ্ধে মুহাম্মদের (দঃ) দাঁত ভেঙ্গেছিল (কে জানে আরো কতো জনের দাঁত/হাত/পা/মাথা ভেঙ্গেছিল!)। মিলাদ-মাহফিলে মৌলভী সাহেবদের থেকে এই দাঁত ভাঙ্গার কাহিনী শুনে অনেকেই চোখের জলে বুক ভাসায়! কান্না না আসলেও জোর করে চোখ টিপে কাঁদতে হয়! তা না করলে হয়তো আল্লাহ/নবিজী রাগ করবেন। অথচ বানু কোরাইজা গোত্রের ৬০০-৯০০ জন মানুষকে (ইহুদী?) যে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল সে কথা তারা ভুলেও বলে না। বরং মনে মনে হয়তো বলে, ঠিক হয়েছে! মাঝে মাঝে মনে হয় ইহুদীদের ক্রিয়েটর মুসলিমদের ক্রিয়েটর থেকে কতো ইনফেরিওর!

ঠিক একইভাবে আজ থেকে ১৪০০ বছর আগের ৬০০-৯০০ জন ইহুদীর হত্যার ঘটনা শুনে কারো কারো মন কাঁদে। তাদের মন কাঁদা সম্ভবতঃ শুরু হয়েছে ৯/১১ এর পর থেকে। তা আলবৎ ঠিক আছে। কিন্তু তাদের দেখে করুণা হয় যখন দেখি তারা হাজার হাজার শিশু সহ সাধারণ মানুষের হত্যাকে, তাদেরই জীবতদশায় চোখের সামনে, ইনিয়ে বিনিয়ে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করে! হিরোশিমা-নাগাশাকির হত্যাকান্ড না ঘটালে নাকি আরো বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষ মারা যেতো। ছুঁচো মেরে হাতিদের বাঁচিয়েছে আর কি, এর জন্য কৃতজ্ঞ তো থাকতেই হবে! এই হইলো গিয়া তাদের প্রফেসী। বলি, এতোটাই যখন লজিক্যাল, এতোটাই যখন প্রফেসাইজ করতে পারেন, তখন ১৪০০ বছর আগের মাত্র কয়েকশ জন 'প্রাপ্ত বয়স্ক' মানুষের (যারা যুদ্ধের সাথে জড়িত ছিলো, যখন War crime বলে কোন আইন ছিলো না, যখন U.N/TU.N বলে কিছু ছিলো না) হত্যাকে মেনে নিতে মন এতো কাঁদছে কেন? বলিহারি 'মন'! এক্ষেত্রে লজিক আর প্রফেসী কোথায় পালাচ্ছে শুনি।

ধন্যবাদ।

রায়হান।